বিবৃতি ০৭ এপ্রিল ২০২৫

'অপারেশন কাগার'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন — সি. পি. আই. (মাওবাদী)-এর নেতৃত্বে ভারতের জনযুদ্ধ ও জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করুন

ফ্যাসিস্ট নরেন্দ্র মোদী সরকার ভারতের নিপীড়িত শ্রেণী ও জনগণের মুক্তির লড়াই মাওবাদী সংগ্রামের ওপর পরিচালনা করছে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। আবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদতে ইজরায়েল ফিলিস্তিনের জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে নির্মম জায়নবাদী আগ্রাসন। আমরা, জনগণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ, শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ববিপ্লবের সহযোগী হিসেবে, আন্তরিকভাবে ভারতের নিপীড়িত শ্রেণী ও জনগণ, মাওবাদী আন্দোলন ও চলমান জনযুদ্ধের প্রতি এবং ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করছি। মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যবাদ, তাদের দালাল-অনুচর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, ইজরায়েলি জায়নবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থে বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত শ্রেণী-জাতি-জনতার বিরুদ্ধে দিগ্বিদিক যে অন্যায় যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে, যে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, যে শোষণ-নিপীড়ন চালাচ্ছে আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি। ৭-১২ই এপ্রিল ২০২৫ সাল ভারতের চলমান জনযুদ্ধ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-এর সমর্থনে আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রচার ক্যাম্পেইনের ডাক দিয়েছে ‘ভারতের জনযুদ্ধের সমর্থনের জন্য আন্তর্জাতিক কমিটি’ (International Committee for the Support of People's War in India — ICSPWI); আমরা এই ডাকের সাথে একাত্মতা পোষণ করছি।

'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ' বলে আমরা যে ভারত নামক রাষ্ট্রকে আজ দেখছি, সেই একই রাষ্ট্রই আজ সেই ভূখণ্ডের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতাকে চরম শোষণ-নিষ্পেষণের করছে, আদিবাসীদের জল-জঙ্গল-জমিনের অধিকার খর্ব করে চলেছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষত মুসলিমদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে বছরের-পর-বছর। আবার অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রে, ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট বি.জে.পি. সরকার জনগণের ওপর বয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদ, তাদের দালাল ও ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতি-জমিদারগোষ্ঠী কর্তৃক আনীত ও সৃষ্ট সংকটসমূহের প্রতিফল। বাংলাদেশসহ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ওপর চালাচ্ছে সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসন। আমাদের সামনে উপনীত ও স্পষ্ট যে— সি.পি.আই. (মাওবাদী)-এর নেতৃত্বে ভারতে চলমান জনযুদ্ধ, বিপ্লবী আন্দোলন ও জনগণের গণতান্ত্রিক সমস্ত সংগ্রামই ভারতের নিপীড়িত শ্রেণী-জাতি-জনতার জন্য প্রকৃত বিকল্প এবং একমাত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থল। ২০২৬ সালের মধ্যেই 'অপারেশন কাগার'-এর মধ্য-দিয়ে ভারতীয় জনগণের এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার ফসল ও সংগ্রাম এবং তার সাথে সাথে মাওবাদীদের নিঃশেষ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ আজ মোদী।

এই জনযুদ্ধ নতুন কোনকিছু নয়; ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিনিয়তই এই শ্রেণীসংগ্রাম ও ন্যায়-যুদ্ধের তার হিংস্র আক্রমণ বজায় রেখেছে এবং ক্রমশ এই আক্রমণ আরও তীব্রতর করেছে। এই আক্রমণ তীব্রতার চরমে পৌঁছেছে এই 'অপারেশন কাগার'-এর মধ্য-দিয়ে। বিগত এক বছরে বস্তারে প্রায় চার শতাধিক মানুষের হত্যার খবর আমাদের সামনে আসে, এমনকি মাওবাদী সন্দেহে সাধারণ আদিবাসীদের ওপর হত্যাযজ্ঞের খবরও আমরা পাই। এই হচ্ছে 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ'-এর নমুনা।

ভারতে যখন এমতাবস্থা, তখন বিশ্বের অন্যপ্রান্তে ফিলিস্তিনেও চলছে ইজরায়েলের ভয়াবহ জায়নবাদী আগ্রাসন। সিরিয়া, ইয়েমেন ও লেবাননের মতো আরবের অন্যান্য দেশগুলোর জনগণকেও যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে ইজরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মোতাবেক গাজার ওপর ইজরায়েলের চাপানো যুদ্ধে অন্তত ৫০৬৬৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত ও ১১৫২২৫ জন ফিলিস্তিনি আহত। অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম ও বিশেষত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের মারফত আমরা দেখছি যে হত্যার এই উদযাপনে গাজার শিশুদেরও ছাড় দিচ্ছে না ইজরায়েলের ফ্যাসিস্ট বাহিনী! মানবাধিকার লঙ্ঘনের এমন নজির বিশ্বে আজ আর কোথাও সম্ভবত দেখা যাচ্ছে না। গাজা স্ট্রিপে শহরসমূহের ওপর এয়ার স্ট্রাইক (air strike) চালিত হচ্ছে দিন-রাত নির্বিশেষে। বিশ্ব পরিক্রমায় ইজরায়েল যে একা দাঁড়িয়ে, তা কিন্তু নয়। ভারত ও ইজরায়েল, এই দুই চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের বন্ধু ও কর্তা হিসেবে আজ রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সম্প্রসারণবাদী ভারত নিজেই আবার জায়নবাদী ইজরায়েলের অন্যতম সমর্থক।

এই মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সমস্ত দালাল-অনুচররা বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন, পেরু, নেপালসহ বিশ্বের সমস্ত জনগণের শত্রু হিসেবে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো অবধারিতভাবে বিশ্ববিপ্লব এগিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশের মতো আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবও এই বিশ্ববিপ্লবের অংশ। আজ, অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায়, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম বেগবান করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে বোধ হচ্ছে। তাই, কৃষিবিপ্লবের মধ্য-দিয়ে সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ অভিমুখী জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিয়োজিত শিক্ষার্থী হিসেবে বিশ্বের সমস্ত প্রান্তের জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানানো ও সমর্থন করা আমাদের বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী দায়িত্ব।

সি.পি.আই. (মাওবাদী)-এর নেতৃত্বে চলমান ভারতের জনযুদ্ধ সমর্থন করা আজ বিশ্বের যেকোনো বিপ্লবী, ফ্যাসিবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের মৌলিক দায়িত্ব। আমরা বিশ্বের সমস্ত বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে আহ্বান জানাচ্ছি— 'অপারেশন কাগার'-এর মধ্য-দিয়ে বস্তারে মাওবাদী-বিপ্লবী ও আদিবাসীদের ওপর চলমান হত্যাযজ্ঞ ও মাওবাদীদের নিঃশেষ করবার প্রকল্পের বিরুদ্ধে এবং ফিলিস্তিনে চলমান জায়নবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য।

সি. পি. আই. (মাওবাদী)-এর নেতৃত্বে ভারতের জনযুদ্ধ ও জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম— জিন্দাবাদ!
অপারেশন কাগার অবিলম্বে বন্ধ কর!
ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম— জিন্দাবাদ!
মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, ইজরায়েলি জায়নবাদ— নিপাত যাক!
বাংলাদেশের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব— জিন্দাবাদ!
মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ— জিন্দাবাদ!
সারাবিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী ও নিপীড়িত জাতি-জনগণের সংগ্রাম— জিন্দাবাদ!

জনগণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ

People's Democratic Students Unity (PDSU)
কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত
যোগাযোগ : PDSU.Bangladesh@gmail.com